# আমাদের পত্রিকা

সেপ্টেম্বর ২০১৫

## সম্পাদকের কথা

সবাইকে শুভেচ্ছা।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও আমরা ঈদুল আযহা আনন্দ ও ত্যাগের মহিমায় পালন করেছি। পবিত্র ঈদুল আযহাকে মূল বিষয় করে আমাদের পত্রিকা সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যাটি তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়াও পরিবেশ, শিক্ষা, মা সাক্ষরতা ইত্যাদি বিষয়েও এ সংখ্যায় লেখা রয়েছে। লিখেছে ও ছবি এঁকেছে ইউসিএলসি, ঢাকার শিক্ষার্থীরা।

এছাড়া অন্যান্য সংখ্যার মতো ধাঁধা ও কৌতুক তো রয়েছেই।

আশা করি সবার ভালো লাগবে।

- সম্পাদক

## খুশির বার্তা

নতুন খুশির বার্তা নিয়ে
উঠলো ঈদের চাঁদ
চাঁদের আলোয় আজ আমাদের
ভাঙলো খুশির বাঁধ।
ঈদের চাঁদের আলো দেখে
মিটলো সবার সাধ
ঈদের খুশি থেকে যেন
পড়ে না কেউ বাদ।

লেখা ও ছবি :
ইভা আক্তার মিম, ৬ষ্ঠ শ্রেণি,
আলোর পথে সিএলসি।

## ঈদের চাঁদ

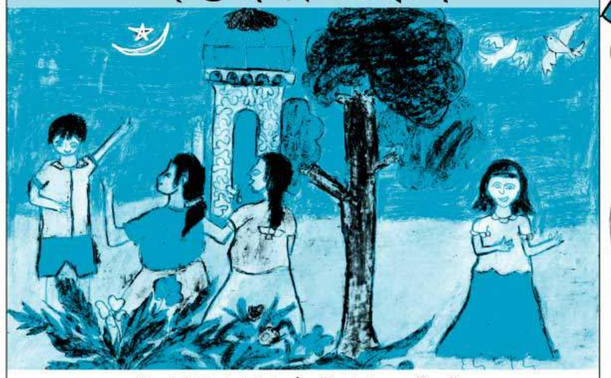

ছবি : তানজিলা আক্তার ইভা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, আলোর ভুবন সিএলসি

## ঈদ

ভুলে গিয়ে দোস্ত দুশমন
হাতে মিলাই হাত।
ফুটলো মুখে হাসির জোয়ার
উঠলো ঈদের চাঁদ।
ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ।
ঈদ মানে ভুলে যাওয়া
সকল বিবাদ দ্বন্দ্ব।
ঈদ আসে ভুলিয়ে দিতে
যত দুঃখ ভয়
ঈদের মতই সবার জীবন
হোক দীপ্তিময়।

সুরুজ মিয়া, ৮ম শ্রেণি,
আলোর পথে সিএলসি।

## ঈদের আনন্দ

ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে,
নতুন নতুন সাজে,
ধনী গরিব সবার মনে
আনন্দের সুর বাজে।

সবাই মিলে নামায পড়ি,
নামায শেষে কোলাকুলি করি,
নতুন সাজে সেজে সবাই,
বেড়াতে মোরা যাই।

সুমাইয়া আক্তার, ৭ম শ্রেণি,
জ্যোতি সিএলসি।

## ঈদ

ঈদ হলো খুশির বাহার,
ঈদ হলো আনন্দ,
ছোট বড় সবার বুকে,
বাজে খুশির ছন্দ।

মজার খাবার খেয়ে
কাটাই ঈদের দিন,
খুশিতে নাচে সবার মন,
তাক-ধি-না-ধিন-ধিন।

আফসানা খাতুন, ৭ম শ্রেণি,
আলোর পথে সিএলসি।

## রঙিন হয়ে উঠি

ঈদ মানে আনন্দ
ঈদ মানে খুশি
ঈদের জামা পড়ে
রঙিন হয়ে উঠি।

ঈদের দিনে ঘুরে ফিরে
ভরে ওঠে মন,
ঈদের নামাজ পড়ে
গড়ে উঠে জীবন।

নিঘাত আক্তার নিশা, ৭ম শ্রেণি,
আলোর পথে সিএলসি।

## মায়ের সাক্ষরতা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, যার উল্লেখযোগ্য অংশ নিরক্ষর মা। এ কারণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন 'মায়ের লেখাপড়া' নামে একটি সাক্ষরতা অভিযান শুরু করেছে। সাক্ষরতা প্রতিটি মানুষের দরকার। মা সাক্ষরতা অভিযানে মৌলিক সাক্ষরতা অর্জনের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তৈরি করেছে ২টি প্রাইমার। প্রাইমার ২টি হলো : মায়ের বই প্রথম ভাগ ও মায়ের বই দ্বিতীয় ভাগ। যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ছে, তারাই তাদের মায়েদের পড়াশুনায় সহায়তা করবে। এভাবে মায়েরা সাক্ষর হয়ে উঠবে।

আদুরি আক্তার, ৮ম শ্রেণি, আলোর পথে সিএলসি।

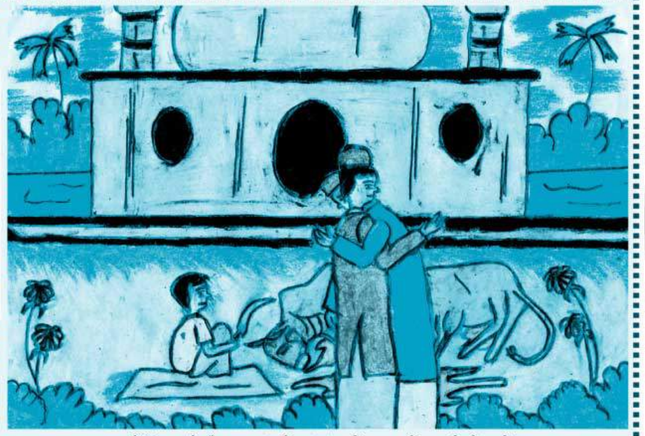

কুরবানি ঈদের ছবি এঁকেছে : আফরিন জাহান মনি, ৮ম শ্রেণি, জ্যোতি সিএলসি

## পবিত্র ঈদুল আয্হা

ঈদুল আযহা শব্দটি এসেছে আরবি 'উযহিয়্যাহ' থেকে। উযহিয়্যাহ বা আযহার অর্থ ত্যাগ, উৎসর্গ ইত্যাদি। শরিয়তের ভাষায় জিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে পশু জবাই করা হয় তাকে কুরবানি বলে। কুরবানি প্রথা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু হয়।

কুরবানি একটি ইবাদাত। ইবরাহীম (আ) কে আল্লাহ পরীক্ষার জন্য তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানি করার জন্য বলেন। ইবরাহীম (আ) তাঁর সন্তানকে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে জবেহ করছি। তখন ইসমাঈল (আ) বললেন, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা পালন করুন। আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন। ইবরাহীম (আ) ছেলেকে জবেহ করার জন্য শোয়ালেন।

এমন সময় আল্লাহ বললেন, তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালে। এরপর আল্লাহ তাঁকে জবেহ করার জন্য একটি জন্তু দিলেন। আল্লাহ তা'আলা সেই স্মৃতি পরবর্তী বংশধরদের জন্য স্মরণীয় করে রাখলেন। যার জন্য আমরা আজও সেই ঘটনাকে মনে করে কুরবানি করে থাকি।

লেখা : মো. রমজান আলী, ৮ম শ্রেণি, আশার আলো সিএলসি।

কুরবানি ঈদের ছবি এঁকেছে : কোহেলী আক্তার, ৭ম শ্রেণি, আলোর পথে সিএলসি

## ছন্দ-গাঁথায় কুরবানি

আল্লাহর আদেশ,
কুরবানির নির্দেশ।
প্রতিবছর আসে যে,
সুন্দর এই দিন বিশেষ।
এই দিনটি ছিল যে,
নবী ইবরাহিমের পরীক্ষা,
ইসমাঈলের কাছে ছিল,
ধৈর্য্যশীলতার শিক্ষা।
তাই তো নবী খুশি হয়ে,
দিতে চাইলেন কুরবানি।
বললেন ইসমাঈল নিজ পিতারে,
রবের খুশি আনি।
নবী যখন শোয়ালেন ছেলেরে,
দিতে তরবারি গলায়।
আল্লাহ তাআলা বলে উঠলেন
পাশ করেছো পরীক্ষায়।
আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে
দিলেন একটি উপহার,
কুরবানির জন্য আদেশ দিলেন
বেহেশত হতে দুম্বার।
সেদিন থেকে চালু হলো
কুরবানির এই প্রথা।
যিলহজ্জ মাসের ১০-১২ দিন
ধর্মে আছে গাঁথা।

শান্তা আক্তার, ৮ম শ্রেণি,
গোধুলী সিএলসি।

## ধাঁ ধাঁ

১
সাদিয়ারা পাঁচ বোন
ওরা হলো রিতা, মুন্নি,
বৃষ্টি, সোনিয়া, আর
আরেকজন কে?

২
ছোটকালে শুনেছি,
কালিদাসের কথা,
নয় হাজার তেঁতুল গাছে,
কয় হাজার পাতা?

৩
আমি থাকি ডালে
তুমি থাকো জলে।
তোমার আমার দেখা হবে
মরণের কালে।

৪
আমি তুমি এক
আমি কথা বলি
তুমি কেন চুপ?

৫
হাত আছে পা নাই,
পেট আছে ভুরি নাই।

নাজমিন আক্তার নিশু, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, নয়ন তারা সিএলসি।

## কৌ তু ক

ছেলে ও বাবার মধ্যে কথা হচ্ছে :-
ছেলে : বাবা, কাল থেকে আমরা অনেক বড়লোক হয়ে যাব।
বাবা : কিভাবে?
ছেলে : আগামীকাল আমাদের অংকের স্যার কিভাবে পয়সাকে টাকা বানাতে হয় তা শেখাবেন।

মনি খাতুন, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, নয়ন তারা সিএলসি।

## পরিবেশ

গাছ লাগাবো, পরিবেশ বাঁচাবো
গড়বো সোনার দেশ,
লাগাবো বৃক্ষ, তাড়াবো দুঃখ
সুখের থাকবে না শেষ।
দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনতে
লাগাবো মোরা গাছ,
গাছের পরিচর্যা করবো মোরা
এসো সকলে মিলি আজ।

সোনালি আক্তার, ৬ষ্ঠ শ্রেণি,
গোধুলী সিএলসি।

## পড়ালেখার হাল

যখন পড়ি বাংলা
খুলে যায় জানলা।
যখন পড়ি ইংরেজি
মাথা খায় ডিগবাজি।
যখন করি অংক
দশা হয় সাঙ্গ।
যখন পড়ি বিজ্ঞান
হয়ে যাই অজ্ঞান।
লেখাপড়ার এই হাল
পড়বো আর কোন কাল।
তবু লেখাপড়া করবো
মাথা তুলে দাঁড়াবো।

শিপা আক্তার, ৭ম শ্রেণি,
আলোর ভুবন সিএলসি।

ছবি দু'টি এঁকেছে : লিমা আক্তার, ৮ম শ্রেণি, আলোর পথে সিএলসি

## ৩টি ছড়া

প্রজাপতি পাখনা মেলে
নাচছে ফুলে ফুলে
পায়রার দল গীত গায়
মৌমাছিরা দুলে।

হলুদ বাটে ইঁদুরছানা
গায়েতে রঙ মেখে
ক্ষীর রেঁধেছে বিড়াল মাসি
কে দেখবে চেখে?
বোয়াল মাছে নাও এনেছে
রামসাগরের বাঁকে
বর যাত্রায় সোনা ব্যাঙ
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ডাকে।

রোদ আকাশে বৃষ্টি পড়ে
খেকশিয়ালের বিয়ে
সেই খুশিতে ছুটছে হুতুম
বরণডালা নিয়ে।

ছড়া ৩টি লিখেছে : শিরিন আক্তার, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, গোধুলী সিএলসি।

## সাক্ষরতা

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এদেশে অনেকেই দরিদ্রতার কারণে পড়ালেখার সুযোগ পায় না। কিন্তু আমরা জানি শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই এদেশকে উন্নত করার জন্য আমরা আমাদের নিরক্ষর ভাই-বোনকে শিক্ষা দেবো। নিজেরাও পড়ালেখা করে মানুষ হবো। আমরা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

যে জাতি যতো শিক্ষিত সে জাতি ততো উন্নত। তাই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং দেশ ও জাতিকে উন্নতির শিখরে এগিয়ে নিতে হবে। সাক্ষরতার আলো ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বময়।

কমলা আক্তার, ৮ম শ্রেণি, আলোর পথে সিএলসি।

**গত সংখ্যার ধাঁধার উত্তর :**
১। ব্যাঙের ছাতা, ২। ডিম, ৩। পুকুর, ৪। চাঁদ ৫। চোখ

এ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর আগামী সংখ্যায় দেয়া হবে।

এ সংখ্যার সম্পাদনা পরিষদ : সম্পা, সজীব, সামছুল হক, মরিয়ম, মনি, মো. চাঁন, জাহিদুর রহমান, সিমরান ও রমযান। কারিগরি সহযোগিতায় : প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। বর্ষ-২২, সংখ্যা-২৪৯।